খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ভূমিকা :

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তক ১৯৮৯ সনের ২০নং আইন দ্বারা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক উল্লিখিত আইন আংশিক সংশোধিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চক্তির আলোকে (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন দ্বারা) অধিকাংশ ধারা সংশোধন-সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সংশোধিত আইন অনযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ" এ রূপান্তরিত হয়।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট :-

- ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, তাঁদেও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের প্রেক্ষিতে বিবেচনায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের একটি বৈচিত্র্যময় এলাকা হিসেবে বিবেচিত।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষ করে বিগত শতকের আশি ও নব্বই এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থির কারণে এ এলাকা বহু বছর ধওে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার বাহিরে ছিল।
- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতি উন্নয়নকল্পে ১৯৮৯ সালে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক স্থায়ী সরকার পরিষদ গঠন করে।
- খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ৬ মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে গঠিত হয়।
- ২৫ জুন, ১৯৮৯ তারিখে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং একজন চেয়ারম্যান (উপজাতি), একুশ জন সদস্য (উপজাতি) নয় জন সদস্য (অউপজাতি) নিয়ে প্রথম পরিষদ গঠিত হয়। খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ১০ জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যাত্রা শুরু করে।
- ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়।
- প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার সকল সরকারী দপ্তর এবং এনজিও সমূহের কাজের মাধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে।
- এলাকার জনগণের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনের সক্ষম হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার জনগণের কাছে উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
-

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :-

- জেলার আইন-শংখলার তত্ত্বাধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতি ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।
- বিশেষ এলাকা হিসেবে এখানে বসবাসরত পশ্চাৎপদ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন।
- এ জেলার জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকারের উন্নয়ন সাধন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় লোকজন ও সংস্থার সমূহের সক্ষমতা, দক্ষতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ।
- মহিলা, যুবক এবং কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় ফলপ্রসু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠির শিক্ষার হার ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রসূতি সেবা পৌঁছে দেয়া।
- এ অঞ্চলে শান্তি সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করণ।

পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন :-

- চেয়ারম্যান : ১(এক) জন
- সাধারণ সদস্য :
  উপজাতীয় সদস্য : ২১ জন

  অ-উপজাতি : ০৯ জন

- মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত)
  উপজাতীয় : ২জন

  অ-উপজাতি : ০১ জন

সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যসহ পরিষদের আকৃতি :

- চেয়ারম্যান (উপজাতীয়) : ১(এক) জন।
- সদস্য (ক) অ-উপজাতি : ০৯ জন ।
  (খ) উপজাতীয় : ২১ জন ।

১. চাকমা : ০৯(নয়) জন

২. মারমা : ০৬(ছয়) জন

৩. ত্রিপুরা : ০৬(ছয়) জন

* সংরক্ষিত মহিলা সদস্য :

উপজাতীয় : ২(দুই) জন

অ-উপজাতি : ০১(এক) জন

মোট সদস্য : ৩৪ চৌত্রিশ জন

অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ :-

একজন চেয়ারম্যান ও চৌদ্দ জন সদস্য সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ আইনের ১৬ ক ধারা মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে গঠনের বিধান রয়েছে। শুদ্ধধারা মোতাবেক ২০২০-২১ সালে দায়িত্ব পালনকারী অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ :-

ক্র: নং	অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ		কার্যকাল	মন্তব্য
১।	জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী	-চেয়ারম্যান	১৪/১২/২০২০ হতে অদ্যাবধি।	
২।	জনাব মো: আব্দুল জব্বার	- সদস্য	ঐ	--
৩।	জনাব শুভ মঙ্গল চাকমা	- সদস্য	ঐ	
৪।	জনাব মো: মাঈন উদ্দিন	- সদস্য	ঐ	
৫।	জনাব খোকনেশ্বর ত্রিপুরা	- সদস্য	ঐ	
৬।	জনাব নীলোৎপল খীসা	- সদস্য	ঐ	
৭।	বাবু আশুতোষ চাকমা	- সদস্য	ঐ	
৮।	জনাব রেম্রাচাই চৌধুরী	-সদস্য	ঐ	
৯।	জনাব হিরন জয় ত্রিপুরা	- সদস্য	ঐ	
১০।	বাবু মংক্যচিং চৌধুরী	- সদস্য	ঐ	
১১।	জনাব মেমং মারমা	- সদস্য	ঐ	
১২।	জনাব শাহিনা আক্তার	- সদস্য	ঐ	
১৩।	মিজ শতরূপা চাকমা	- সদস্য	ঐ	
১৪।	জনাব পার্থ ত্রিপুরা	- সদস্য	২২/১২/২০২০খ্রি: হতে অদ্যাবধি	
১৫।	--	-সদস্য	শূন্য	

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত বিভাগ/বিষয় সমূহের তালিকা :-

ক্রঃনং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	হস্তান্তরিত বিভাগের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাজার ফান্ড প্রশাসন;	১৯/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ (চুক্তি ছাড়া)
২।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ;	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৩।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৪।	কৃষি মন্ত্রণালয়	হর্টিকালচার বিভাগ	২২/০৮/২০০৭খ্রিঃ
৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	০৮/১১/২০১২খ্রিঃ
৬।	কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
৭।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য বিভাগ;	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৮।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ;	২৭/০৬/১৯৯০ খ্রিঃ
৯।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ;	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
১০।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য বিভাগ;	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১১।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১২।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	রামগড় মৎস্য হ্যাচারী	০৮/১১/২০১২খ্রিঃ
১৩।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ;	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৪।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সমবায় বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৫।	শিল্প মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট;	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৬।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ সেবা বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৭।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারী শিশু সদন	০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ
১৮।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ক্রীড়া বিভাগ	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
১৯।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২৯/১২/২০১১ খ্রিঃ
২০।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
২১।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট;	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
২২।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার;	২১/১১/১৯৯৩ খ্রিঃ
২৩।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ;	২৬/০৫/২০১৪ খ্রিঃ
২৪।	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	স্থানীয় পর্যটন	২৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

যে কয়েকটি বিষয়, যেগুলির কোন নির্ধারিত অফিসে নেই (চুক্তি ছাড়া) প্রজ্ঞাপন/আদেশ জারীর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে :

ক্র:নং	হস্তান্তরিত বিষয়ের নাম	প্রজ্ঞাপন/আদেশ নম্বও ও তারিখ
২৫।	জেলা উন্নয়ন কমিটি	মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন (২৬ আগস্ট, ১৯৮৯)
২৬।	জুম চাষ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এসআর নং-১০৬/আইন/২০১৩ তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ২০১৩খ্রি:
২৭।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-১৫৮, তারিখ : ১৪ আগস্ট, ২০১৪খ্রি:
২৮।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স;	ঐ
২৯।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান;	ঐ
৩০।	মহাজনী কারবার;	ঐ

''২০২০-২০২১ আর্থিক সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা '' (প্রকল্প কোড নং ২২১০০১০০০)এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

''পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা(কোড নং-২২১০০১০০০)''।

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১	কৃষি(বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ)	নতুন প্রকল্প	০১টি	০.০০		
		চলমান প্রকল্প	০৬টি	৩১.৫০	১০০%	
		মোট	০৭টি	৩১.৫০		
২	শিক্ষা	চলমান প্রকল্প	১৭টি	১২৭.৪১২০	১০০%	
		মোট	১৭টি	১২৭.৪১২০		
৩	যোগাযোগ	চলমান প্রকল্প	৮০টি	৫১৬.৩৮০০	১০০%	
		মোট	৮০টি	৫১৬.৩৮০০		
৪	সমাজকল্যান(ভৌত অবকাঠামো)	চলমান প্রকল্প	৪৫টি	২৩৯.৩৬০০	১০০%	
		মোট	৪৫টি	২৩৯.৩৬০০		
৫	ধর্ম	চলমান প্রকল্প	৯০টি	৪২৭.৭০০	১০০%	
		মোট	৯০টি	৪২৭.৭০০		
৬	অন্যান্য	চলমান প্রকল্প	৪৪টি	২৭৭.৬৫০	১০০%	
		মোট	৪৪টি	২৭৭.৬৫০		
	মোট নতুন প্রকল্প		০১টি	০.০০		
	মোট চলমান প্রকল্প		২৮২টি	১৬২০.০০		
		সর্বমোট প্রকল্প	২৮৩টি	১৬২০.০০		
		রাজস্ব ব্যয়		১১৮০.০০		
		সর্বমোট ঃ		২৮০০.০০		

"২০২০-২০২১ আর্থিক সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা" (প্রকল্প কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

''পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড নং-২২১০০০৯০০)''।

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮
১	শিক্ষা	চলমান প্রকল্প	৭৪টি	৭৪৫.৬১২৫০	১০০%	
		মোট	৭৪টি	৭৪৫.৬১২৫০		
২	যোগাযোগ	চলমান প্রকল্প	১০৩টি	১৪৪৫.১৩৭৫০	১০০%	
		মোট	১০৩টি	১৪৪৫.১৩৭৫০		
৩	পানীয় জল	চলমান প্রকল্প	০২টি	১৮.৭৫০০০	১০০%	
		মোট	০২টি	১৮.৭৫০০০		
৪	সমাজকল্যান(ভৌত অবকাঠামো)	চলমান প্রকল্প	৫৫টি	৬৩৪.৬৮৭৫০	১০০%	
		মোট	৫৫টি	৬৩৪.৬৮৭৫০		
৫	ধর্ম	চলমান প্রকল্প	৭১টি	৫০৮.৩১২৫০	১০০%	
		মোট	৭১টি	৫০৮.৩১২৫০		
৬	কৃষি(বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ)	চলমান প্রকল্প	১১টি	৬০.০০০০০	১০০%	
		মোট	১১টি	৬০.০০০০০		
	সর্বমোট ঃ		৩১৬টি	৩৪১২.৫০০		

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে:

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড-২২১০০০৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা(কোড-২২১০০১০০০) এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ ০ঃ

গ) **পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি** : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১০০০) ও নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় নিমেণ বর্ণিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ) : মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৮টি এর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ১৩৫মি, :ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ১.২৫ হেক্টর, সেচ ড্রেন ৩০০মি:, পুকুর খনন প্রায় ৭১৫০ বঃমিঃ।

শিক্ষা : মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৯১টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরী ০১টি, ছাত্রাবাস ০১টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ০৪টি (৩২৫০ ব:মি:)।

যোগাযোগ : মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৮৩টি এর মধ্যে ৫০.৫০ কি:মি রাস্তা, ১.০৪কি:মি: ড্রেন, ২০টি বক্সকালভার্ট, ব্রীজ ০৪টি, (১৫০মি:), ১২৫ মি: ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো) : মোট ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (১৮০ব:মি:), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (৮৫০ব:মি:), ক্লাব/সংঘ, মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (৭৫০ব:মি:) বাস্তবায়িত হয়েছে।

ধর্ম : মোট প্রকল্প ১৬১টি এর মধ্যে মসজিদ উন্নয়ন ২৫টি (১০৫০ব:মি:), মন্দির উন্নয়ন ২৫টি (৩৫০ব:মি:), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ২৭টি (১৫৫০ব:মি:) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পানি ও পয়ঃপ্রণালী : প্রকল্প ০২টি। বিভিন্ন উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারন করে রাখার জন্য ০৪টি পুকুর খনন করে নিত্য ব্যবহার্য্য পানির সমস্যা নিরসন করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্ত-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন:

(ক) ০৯ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভার ৪০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, আলমারি ও পুস্তুক প্রদান করা হয়।
(খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন সম্প্রদায়, মারর্মা সংসদ, ত্রিপুরা সংসদ, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট মাধ্যমে ৯টি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হয়।
(গ) গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ৯টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা ৯ উপজেলায় এবং খাগড়াছড়ি ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হয়।
(ঘ) খাগড়াছড়ি শিল্পকলা একাডিমী এবং উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ৯টি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হয়।

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মুজিব শতবর্ষে ভুমিহীন ও গৃহহীন ১ম পর্যায়ে "ক" শ্রেণীর ১০০টি গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে "ক" শ্রেণীর ৬৬টি গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জনবল কাঠামো:-

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে চেয়ারম্যানের নেতত্বে উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রশাসন, প্রকৌশল এবং ভূমি বিভাগ নামে ৩টি বিভাগ রয়েছে। প্রশাসন বিভগে সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকৌশল বিভাগে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ভূমি বিভাগের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন ভূমি কর্মকর্তা রয়েছে। প্রশাসন বিভাগের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখাসহ অন্যান্য অনেকগুলো শাখা রয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ১ম শ্রেণীর পদ ০৭টি , ২য় শ্রেণীর পদ ০৬টি, ৩য় শ্রেনীয় পদ ২৪ টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ৩৪টি মোট -৭১ (একাত্তর)টি পদ রয়েছে। উল্লিখিত পদের বাইরে মাষ্টার রোল কিছু কর্মচারী রয়েছে

পরিষদের আয়ের উৎস :-

পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস ৩টি :-

১) পরিষদ কর্তক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

২) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; এবং

৩) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান

১। তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন :-ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইড (www.khdc.gov.bd) চালু করা হয়েছে। হস্তান্তরিত বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বেকার যুবক-যুবতী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, অনলাইনে শিক্ষাবৃত্তির আবেদনপত্র গ্রহন, অনলাইনে অভিযোগ গ্রহন, অনলাইনে চাকুরীর আবেদনপত্র গ্রহন, KHDC Phone Book, KHDC LawBook, KHDC Complaint Box নামক মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহন, ই-টেন্ডার চালু, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি মঞ্জুর, পাবলিক ফ্রি Wi-Fi জোন স্থাপন, সিসি টিভি স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ভূমি নামজারী সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

২। SID-CHT-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প :-

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক **SID-CHT, UNDP** -এর অর্থায়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় (ক) "সিএইচটি ডব্লিউ সিএ" প্রকল্প (খ) Women and Girls empowerment through education and skills component (WGEES) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং (গ) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, অক্টোবর/২১খ্রি: পূর্নঃ চালু করার কথা রয়েছে।

৩। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড :-

পার্বত্য জনপদের ঐতিহ্যবাহী বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু এবং বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান, শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪। এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন :-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী অত্র জেলার এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের জন্য এ পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক এবং জেলা প্রশাসককে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রতি দুই মাস অন্তর সভা আহ্বান করে কার্যক্রম মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান কাজ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। পরিষদ সভা :

পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। পরিষদসহ পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগ, ভূমি বন্দোবস্ত, নামজারী ইত্যাদি অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদ সভায় নেয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিষদের মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬। জেলা উন্নয়ন কমিটি :

১৯৮৯ সনের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্র মূলে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের বিদ্যমান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এর নাম পরিবর্তন করে জেলা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে জেলা উন্নয়ন কমিটির মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কমিটি পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির দায়িত্বসহ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে :-

১. এ জেলার সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার সাথে সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।
২. আন্ত:বিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিমিত্ত সমন্বয় সাধন।
৩. উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি এবং সমস্যাধি নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

বাজার ফান্ড ব্যবস্থাপনা :

বাজার ফান্ড কার্যালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে একটি হস্তান্তরিত বিভাগ এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাজার ফান্ড কার্যালয়ের প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। বাজার ফান্ড কার্যালয়ের অধীনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১টি নতুন বাজার স্থাপনসহ বর্তমানে ৩৬টি হাট-বাজার রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজার ফান্ড বিধিমালা- ১৯৩৭ অনুসারে বাজার ফান্ড কার্যালয় কর্তৃক হাট-বাজারসমূহ ইজারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা করা হয়। ইজারালব্দ মোট আয় হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় এবং ৩৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে কমিশন হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রতিটি বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য একজন করে বাজার চৌধুরী নিয়োজিত আছেন, বাজার চৌধুরীগণও ইজারালব্দ আয়ের ১০% কমিশন পেয়ে থাকেন, অবশিষ্ট অর্থে বাজার ফান্ডের সংস্থাপন ব্যয় ও বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

৮। সমস্যাবলী :

১. তিন পার্বত্য জেলায় আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকলেও সরকার তথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে অনেক সময় দেশের অপরাপর ৬১ জেলার ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
২. পার্বত্য জেলার উন্নয়নে সরকার আন্তরিক হলেও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করায় সমন্বয়হীনতা দেখা দিচ্ছে।
৩. পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হলেও সরকার হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
৪. পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী হিসেবে ১ম চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও উক্ত পদমর্যাদা পরবর্তীতে কার্যকর না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি) মোতাবেক সরকার মোট ৩৩টি বিভাগ/বিষয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিভাগ/বিষয় হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

উপসংহার :-

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার সুবিধা ও অবহেলিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে জনগণকে কাংখিত পর্যায়ে সেবা প্রদান করতে পারছে না। তাই পরিষদকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বিভিন্ন সমস্যাবলী নিরসনসহ প্রয়োজনীয় লোকবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাছাড়া জেলা পরিষদ আইনের ২য় তফসীলে উল্লিখিত আরোপনীয় করসমূহের মধ্যে বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ, খনিজ সম্পদের উপর (সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড) রয়্যালিটির অংশ বিশেষ এবং ভূমি হস্তান্তর মূল্যের উপর কমপক্ষে ২% হারে কর ধার্য করে পরিষদকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা যায়।

(টিটন খীসা)
নির্বাহী কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
☎০৩৭১-৬১৯৩৬
E-mail: eokhdc@gmail.com